যুগান্তর

তারিখ 22 SEP 2013 পৃষ্ঠা কলাম

চট্টগ্রামে শনিবার গ্রেফতার ৮ ভুয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যুগান্তর

পড়ালেখা নেই তবু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

চট্টগ্রামে ৮ জনের দণ্ড

চট্টগ্রাম ব্যুরো

পাস করেছেন এইচএসসি কিন্তু সেজে বসে আছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। এমবিবিএস, এমডি (ডক্টর অব মেডিসিন), পিএইচডি, বিশেষজ্ঞসহ দেশী বিদেশী নানা ডিগ্রি ঝুলছে তাদের নামের পাশে। মেডিসিন, শিশু, হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ নানা রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তারা। নানা ধরনের ডিগ্রি ও বিশেষজ্ঞ সেজে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে আসছে হুমায়ুন কবির ও হারুনর রশিদসহ অসংখ্য ভুয়া চিকিৎসক। তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা না করে ভুয়া সার্টিফিকেট তৈরি করে নগরীর বিভিন্ন চেম্বারে, ক্লিনিকে এরা চিকিৎসাসেবার নামে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে স্বাস্থ্য খাতকে। এরা রোগীদের সাময়িক উপশমকারী কিন্তু জীবনঘাতী ঝুঁকিপূর্ণ নিষিদ্ধ কিছু ওষুধ দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এসব ভুয়া চিকিৎসকরা নিজেদের সুরক্ষায় বাংলাদেশ কম্বাইন্ড মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল নামে একটি ভুয়া সংগঠনও তৈরি করেছে। শনিবার এমনই ভুয়া চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় দিনভর অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। আটককৃতদের র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এইচএম আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের সামনে হাজির করা হয়। আদালত তাদের প্রত্যেককে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট- ২০১০ এর ২২ (খ) ধারায় ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন। অর্থ অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

চিকিৎসক : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

চিকিৎসক : পড়ালেখা নেই তবু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দণ্ডিত ৮ ভুয়া চিকিৎসক হল— এমএইচ কবির, এনতাজ মিয়াজী, হারুন অর রশিদ, এমজি ভূঁইয়া, অসীম সেন, গোপাল মজুমদার, আর কে সাহা (জীবন) এবং নেপাল দাশগুপ্ত।

র‍্যাব সূত্র জানায়, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া গেছে নগরীতে সনদ ও রেজিস্ট্রেশনবিহীন বেশ কয়েকজন ভুয়া ডাক্তার চিকিৎসার নামে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে। বন্দরটিলাসহ আশপাশের এলাকার এ ধরনের ১৪ জন ডাক্তারের একটি তালিকাও তৈরি করা হয়। এ তালিকার ভিত্তিতে শনিবার দিনভর র‍্যাবের ১৪টি টিম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে। অভিযানে তালিকাভুক্ত ১০ জন চিকিৎসককে তাদের কথিত চেম্বার থেকে হাতেনাতে আটক করা হয়। আটক ১০ জনকে র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এইচএম আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের সামনে হাজির করা হয়। অভিযানে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি মেডিকেল অফিসার ডা. এইচএম আহসানুল হক আটক ভুয়া চিকিৎসকদের সনদ ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর দু'জনকে ছেড়ে দেয়া হয়।

শনিবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের চট্টগ্রাম জোনের অধিনায়ক কমান্ডার এম সোহেল করিম জানান, দীর্ঘ ১ মাসের বেশি সময় ধরে এই ভুয়া চিকিৎসকের নানা তথ্য সংগ্রহ করে র‍্যাব শনিবার এ অভিযান পরিচালনা করে। র‍্যাবের ৫০ জন সদস্য ১৪টি দলে ভাগ হয়ে একযোগে এ অভিযানে অংশ নেয়। এ ধরনের অভিযান পর্যায়ক্রমে অব্যাহত থাকবে। এ অভিযানের নেতৃত্বে থাকা র‍্যাব চট্টগ্রাম জোনের উপ-অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট শিহাব নাজমুল হক জানান, এসব ভুয়া চিকিৎসকের কোনো সার্টিফিকেট নেই, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল বিএমডিসি'র রেজিস্ট্রেশন নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষায় বাংলাদেশ কম্বাইন্ড মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল নামে একটি ভুয়া সংগঠন করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে আসছে।